দৈনিক সংবাদ

তারিখ 18 JUN 1996
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৩

৫৮

একান্ত সাক্ষাতকারে চট্টগ্রাম শিক্ষাবোর্ড চেয়ারম্যান অধ্যাপক আহসান উল্লাহ

প্রত্যেক শিক্ষাবোর্ডের আলাদা আলাদা প্রশ্ন হলে পরীক্ষার্থিদের মেধা মূল্যায়ন সুষম হয় না

বৃহত্তর চট্টগ্রামবাসীর সুদীর্ঘ আন্দোলনের বিনিময়ে ১৯৯৪ সালে চট্টগ্রামে একটি পৃথক শিক্ষাবোর্ড গঠিত হয়েছে। নবগঠিত এই চট্টগ্রাম শিক্ষাবোর্ডের অধীনে এ বছর সর্বপ্রথম এসএসসি পরীক্ষা সুন্দরভাবে সম্পন্ন হয়। আগামী ৩০ জুন থেকে প্রথমবারের মতো এই শিক্ষাবোর্ডের অধীনে এইচএসসি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে।

চট্টগ্রাম শিক্ষাবোর্ডের চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন অধ্যাপক এএমএস আহসান উল্লাহ। অধ্যাপক আহসান উল্লাহর রয়েছে সুদীর্ঘ শিক্ষকতা ও প্রশাসনিক অভিজ্ঞতা। ১৯৬৪ সালে এমএসসি ও বিএড করার পর ১৯৬৫ সালে তিনি প্রভাষক হিসেবে চট্টগ্রাম কলেজে যোগদেন এবং ১৯৭৯ সালে অধ্যাপক ও ১৯৮১ সালে অধ্যক্ষ পদে পদোন্নতি লাভ করে কেনী সরকারি কলেজে যোগদেন। এরপর পর্যায়ক্রমে তিনি শিক্ষামন্ত্রণালয়ের ইন্সপেক্টর, প্রদর্শক পরিচালক, সহপরিচালক, ঢাকা শিক্ষাবোর্ডের সচিব, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের সচিবসহ কয়েকটি সংস্থায় বিভিন্ন পদে দায়িত্ব পালন করেন। সবশেষে গত বছর তিনি নবগঠিত চট্টগ্রাম শিক্ষাবোর্ডের চেয়ারম্যানের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। আজকের কাগজের পক্ষ থেকে দেশের মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের বর্তমান শিক্ষা ও পরীক্ষা পদ্ধতি এবং চট্টগ্রাম শিক্ষাবোর্ডের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে সম্প্রতি অধ্যাপক আহসান উল্লাহর মুখোমুখি হন চট্টগ্রাম প্রতিনিধি ইয়াসিন হিরা। আলাপচারিতায় তিনি যা বললেন, তা- তুলে ধরা হলো।

আজকের কাগজ : *নবগঠিত চট্টগ্রাম শিক্ষাবোর্ডসহ ৫টি বোর্ডের প্রশ্নপত্র এবার একই হচ্ছে। এ ব্যাপারে আপনার অভিমত কি?*

অধ্যাপক আহসান উল্লাহ : *বর্তমানে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে পরবর্তী পর্যায়ে ভর্তি করা হয়। প্রত্যেক বোর্ডের আলাদা আলাদা প্রশ্ন হলে পরীক্ষার্থীর মেধা মূল্যায়নের ক্ষেত্রে বোর্ডগুলোতে তারতম্য ঘটে। যার ফলে মূল্যায়ন সুষম হয় না। একই প্রশ্নে পরীক্ষা হলে মূল্যায়নের ক্ষেত্রে ভারসাম্য রাখা সম্ভব।*

আজকের কাগজ : *বর্তমানে বাজারে ৬ষ্ঠ ও ৯ম শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তকের সংকট সৃষ্টি হয়েছে। এর কারণ কি?*

অধ্যাপক আহসান : *এ প্রশ্নটির সঙ্গে শিক্ষাবোর্ড সরাসরি সম্পৃক্ত নয়। তবুও বলছি, নতুন পাঠসূচিতে বই মুদ্রণে কিছু সমস্যা সৃষ্টি হয়। এছাড়া এবার বই মুদ্রণ কার্যক্রম চলাকালে দেশে অসহযোগ আন্দোলনের জন্যে সময়মতো বই সরবরাহ করা সম্ভব হয়নি। এই সমস্যা এখন আর নেই। বাজারে পর্যাপ্ত বই পাওয়া যাচ্ছে।*

আজকের কাগজ : *সরকারি নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও বাজারে নোট বই-এর রমরমা ব্যবসা চলছে। এ ব্যাপারে আপনার বক্তব্য কি?*

অধ্যাপক আহসান : *অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত নোট বই নিষিদ্ধ। কারণ নোট বই শিক্ষার্থিদের প্রতিভা বাধা হিসেবে কাজ করে। শিক্ষার্থিরা নোট বই নির্ভর হয়ে পড়ে এবং তাদের মধ্যে প্রশ্ন মুখস্ত করার প্রবণতা বৃদ্ধি পায়।*

আজকের কাগজ: *চট্টগ্রাম শিক্ষাবোর্ডের দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে কোনো ধরনের প্রতিবন্ধকতা বা সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন কি?*

অধ্যাপক আহসান : *প্রতিবন্ধকতা বলতে যা বুঝায় চট্টগ্রাম শিক্ষাবোর্ডের দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে এ ধরনের কোনো সমস্যার সম্মুখীন এখনো হইনি। বরং সর্বস্তরের লোকজন স্বতঃস্ফূর্তভাবে সর্বাত্মক সহযোগিতা করছে।*

আজকের কাগজ : *বোর্ডের কর্মকর্তা কর্মচারিদের কোনো সমস্যা আছে কি? যদি থাকে তা কি ধরনের?*

অধ্যাপক আহসান : *হ্যাঁ। নবগঠিত শিক্ষাবোর্ডের কর্মকর্তা-কর্মচারি নিয়োগের ক্ষেত্রে পদ্ধতিগত আনুষ্ঠানিকতা পালনে সময় লাগছে। তাই স্বল্প সংখ্যক প্রেষণের কর্মকর্তা এবং দৈনিক ভিত্তিতে কর্মচারি দিয়ে কাজ সমাধা করতে হচ্ছে বিধায় কাজের পরিধি অনুসারে তাদেরকে অধিক পরিশ্রম করতে হচ্ছে। তা ছাড়া আবাসনের জন্যে দৈনিক পত্রিকায় তিনবার বিজ্ঞপ্তি দেয়ার পরও প্রয়োজনীয় আবাসন পাওয়া যায়নি। পদ্ধতিগত আনুষ্ঠানিকতার জন্যে প্রয়োজনীয় যানবাহন এখনও সংগ্রহ করা যায়নি।*

আজকের কাগজ : *বর্তমানে বোর্ডে কর্মকর্তা-কর্মচারির সংখ্যা কতো?*

অধ্যাপক আহসান : *প্রেষণে নিয়োজিত কর্মকর্তা ১১ জন। কম্পিউটারে ২ জন। বোর্ডে নিয়োগকৃত কোনো কর্মচারি নেই। বিভিন্ন পদে ৫০ জন কর্মচারি নিয়োগের প্রক্রিয়া চলছে।*